প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

আসক তদন্ত ইউনিট

বিষয় : মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানার জাদুরগুল গ্রামের প্রায় ৩০০ আদিবাসী ও বাঙালী পরিবারকে স্থানীয় চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান

ঘটনাস্থল : জাদুরগুল, পোঃ বিএডিসি সার কারখানা, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ, থানা- রাজনগর, জেলা- মৌলভীবাজার।

সূত্র : ব্লাস্টে নির্যাতিতদের অভিযোগ

কার্যাদেশ নং : ডেপুটি ডাইরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত), তদন্ত ইউনিট

তথ্যানুসন্ধানের তারিখ : ০১/০৭/০৭ - ০৪/০৭/০৭

তথ্যানুসন্ধানকারী : (১) মোঃ খোরশেদ আলম, ইনভেস্টিগেটর, আসক তদন্ত ইউনিট
(২) মাসুদ রুমী, এ্যাসিসট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, ইনভেস্টিগেশন ইউনিট, ব্লাস্ট

তথ্যানুসন্ধানের স্থান : (১) জাদুরগুল ইউনিয়ন
(২) ফেঞ্চুগঞ্জ
(৩) উত্তরবাগ, রাজনগর উপজেলা পরিষদ ও ভূমি অফিস
(৪) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানার জাদুরগুল গ্রামের ৩০০ আদিবাসী ও বাঙালী পরিবারকে ২৫মে ২০০৭ তারিখে উচ্ছেদ করার জন্য বাড়িঘর ব্যাপক ভাংচুর এবং হাজার হাজার ফলজ ও বনজ গাছ কেটে ফেলা হয়।

যৌথবাহিনী, টিএনও রাজনগর উপজেলা, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে উত্তরবাগ ও ইন্দানগর টি স্টেট কর্তৃপক্ষের লেবাররা উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নেয়। বর্তমানে জাদুরগুল অধিবাসীরা শংকার মধ্যে দিন যাপন করছে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় দলিলাদির তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই করে আইনগত সহযোগীতার প্রত্যাশা করেছেন।

তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ ঃ

(১) লাখমী শুমার (৭৫)
স্বামী - মৃত নিদ্রেন খাসিয়া
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)

থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(২) দীপ খাসিয়া (৪০) (লাখমী শুমারের মেয়ের জামাই)
পিতা- মৃত সাধু খাসিয়া
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(৩) রিলী শুমার খাসিয়া (৩৫)
স্বামী- দিপ খাসিয়া
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(৪) কমিউল শুমার খাসিয়া (লাখমী শুমারের ছেলে)
পিতা- মৃত নিদ্রেন খাসিয়া
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(৫) খিরদ সাঁওতাল (৬০)
পিতা মৃত- স্বর্মা সাঁওতাল
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(৬) দিলু সাঁওতাল
পিতা- মৃত বাবুলাল সাঁওতাল
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(৭) মোঃ আবুল কাশেম (৪৫)

পিতা- সিরাজুল হক
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(৮) মোঃ নুরুল ইসলাম (৫০)
পিতা- মৃত আব্দুল লতিফ
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(৯) আঃ কাদের শিমুল (নুরুল ইসলামের ভাতিজা)
পিতা- মৃত তাহের আলী (মুক্তিযোদ্ধা)
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(১০) মোঃ ইলিয়াস আলী (৭০)
পিতা- মৃত লতিফ
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(১১) মকবুল আলী মাষ্টার (৪৫)
পিতা- মোঃ ফরমান আলী
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(১২) হেলাল মিয়া
পিতা- মৃত দাদন
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)

থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(১৩) ফকরুদ্দীন (৬৫)
পিতা- মৃত হাবিবুর রহমান
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(১৪) ছায়েদ আলী
পিতা- রহিম আলী
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর
জেলা- মৌলভীবাজার

(১৫) নেহার (তালাকপ্রাপ্ত)
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর, জেলা- মৌলভীবাজার

(১৬) মাখন মিয়া (৫০)
গ্রাম- জাদুরগুল, ইউ- ২ নং উত্তরবাগ
পোষ্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (বিএডিসি)
থানা - রাজনগর, জেলা- মৌলভীবাজার

(১৭) ইকবাল হোসেন রানা (ম্যানেজার)
উত্তরবাগ এন্ড ইন্দানগর
পোঃ+থানা - রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার

(১৮) মাহতাব উদ্দিন (ম্যানেজার)
উত্তরবাগ চা বাগান

(১৯) কবির মিয়া (বর্তমান চেয়ারম্যান)
ইউঃ ২ নং উত্তরবাগ
থানা - রাজনগর

জেলা- মৌলভীবাজার

(২০) আহমেদ ফয়সল ইমাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রাজনগর, মৌলভীবাজার

বিবরণঃ

তথ্যানুসন্ধানে উপস্থিত হলে কথা হয় লাখমী শুমারের সাথে। তিনি জানান— জাদুরগুলের এ ভূমিতে প্রায় ৭০ বছর ধরে তারা বসবাস করে আসছে। আগে এখানে খাসিয়াদের ১০/১২ টি পরিবার ছিল। স্বামী- মৃত নিদ্রেন খাসিয়া ছিলেন এই পুঞ্জির হেডম্যান। উত্তরাধিকার সূত্রে আগের হেডম্যানের (মন্ত্রী) কাছ থেকে অলিখিত মৌখিক আর্থিক চুক্তির বিনিময়ে এ পুঞ্জির হেডম্যান হয়েছিল তার স্বামী। আগে ৫০ একর জমি তাদের দখলে ছিল। বর্তমানে ১৩/১৪ একর জমি দখলে আছে বলে তিনি জানান। ঘটনা সম্পর্কে তিনি জানান— গত ২৫/৫/০৭ যৌথবাহিনী, পুলিশ, বাগান কর্তৃপক্ষের সরবরাহ করা প্রায় ১২/১৩ শত চা বাগান শ্রমিক ভাংচুরে অংশ নেয়। এ সময় টিএনও কে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও গাছপালা না কাটার জন্য মিনতি করলে টিএনও লাখমী শুমারকে বলেন— আপনি মুসলমান লোক বিয়ে করেছেন। আপনারা জায়গা দখল করে আছেন। টিএনও'র নির্দেশে ভাংচুর হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ভাংচুরে যন্ত্রাংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয় দা- হাতুড়ী, কুড়াল, লোহার খেমতি।

লাখমী শুমার আরো জানান— ৫ বছর আগে তার স্বামী মারা গেছে। এই ভূমিতে তারা বংশ পরমপরায় বসবাস করে আসছেন। উচ্ছেদ অভিযানে তার বাড়ির একটি ঘরের ইটের পাকা দেয়াল ভেংগে ফেলা হয় এবং অপর ঘরের বেড়া ভেঙে তছনছ করে ফেলে রাখা হয়। এছাড়া তার বাড়ির আঙিনা ও আশপাশে লাগানো ফলজ ও বনজ গাছপালা কেটে উজাড় করে ফেলা হয়। বর্তমানে পরিপূর্ণ উচ্ছেদ শংকার মধ্যে বসবাস করছেন।

উচ্ছেদ অভিযান সম্পর্কে লাখমী শুমারের মেয়ের জামাই দীপ খাসিয়া (৪০) জানান— ২৫/৫/০৭ বিকাল ৫ টায় উত্তরবাগ চা বাগানের ম্যানেজার মাহতাবের নেতৃত্বে শ্রমিকরা ভাঙচুর চালায়। তাদের এ ভাঙচুরে ম্যানেজারকে তিনি বলেন— বাবু ঘরবাড়ি, জায়গা জমি ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? লাখমী শুমারের মেয়েকে বিয়ের পর থেকেই তিনি জাদুরগুলে বসবাস করছেন বলে তদন্ত প্রতিনিধিদ্বয়কে জানান- দীপ খাসিয়ার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ ছেলে, ৪ মেয়ে সহ মোট ৯ জন।

কথা হয়- রিলী শুমার খাসিয়ার সাথে। তিনি মা লাখমী শুমার খাসিয়া ও স্বামী দীপ খাসিয়ার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। বৃষ্টির মধ্যে খুবই কষ্টে আছেন বলে তিনি জানান।

কমিউল শুমার খাসিয়া (লাখমী শুমার খাসিয়ার ছেলে) জানান— যৌথবাহিনী আমাকে ডেকে নিয়ে বলল— তোমার ঘর তুমি ভেঙ্গে দাও, না হলে আমরা ভাঙলে জিনিসপত্র কিছুই পাবে না। টিলার উপরে উঠে দেখি সব ভেঙ্গে দিয়েছে।

কথা হয়– খিরদ সাঁওতাল এর সাথে। তিনি জানান– আমার বাড়ি ভাঙতে গিয়েছিল কিন্তু পারেনি। ৬০/৭০ জন লোক এসে বলেছিল নিজে থেকে সব ভেঙে ফেল। বৃটিশ আমল থেকে তাদের নামে কাগজ দলিলপত্রাদি ছিল। কিন্তু বাগান মালিকরা তাদের কাগজ পত্র নিয়ে গেছে। বলেছে তাদের জায়গা ফেরত দিবে, কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র নিয়ে নিজেদের নামে আমাদের জমি রেকর্ড করিয়ে নিয়েছে।

দিলু সাঁওতাল (খিরদ সাঁওতালের ভাতিজা) জানায়– বর্তমানে বাগান কর্তৃপক্ষ বেড়া দিয়ে আমাদের জায়গা দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কথা হয় মোঃ আবুল কাশেমের সাথে। তিনি জানান– বাবার চাকুরী সূত্রে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের জন্ম এই জাদুরগুলে। ৪ $^{১}/_{২}$ একর জমির উপর আনুমানিক ৩০/৩৫ বছর যাবত বসবাস ও কৃষিকাজের সাথে যুক্ত আছি। পেশায় তিনি একজন ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানদার। তার নিজের পরিবারের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৭ জন। ভাইবোন সহ উক্ত জায়গায় বসবাসরত মোট সদস্য সংখ্যা ২০ জন। ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন– উচ্ছেদ অভিযানের দিন তিনি জাদুরগুল বাজারে ছিলেন। ঠিক দেড়টার সময় আমার ছোট ছেলে এসে খবর দেয় যে, লোকজন আমাদের ঘরবাড়ি ভাঙছে এবং ফলজ ও বনজ গাছ কেটে উজাড় করে দিচ্ছে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে গিয়ে দেখি বাগান মালিকের ম্যানেজার ও লেবাররা ঘরের দেয়াল গুড়িয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় ম্যানেজারকে অনুরোধ করে বললাম– ঘরের জিনিসপত্রগুলো বের করে নিই। এর উত্তরে ম্যানেজার ধমক দিয়ে বলে যে- আপনাদের নোটিশ দেয়া হয়েছে, কেন আপনার জিনিসপত্র সরিয়ে নেননি। আমি বললাম– নোটিশতো আমরা পাইনি। তিনি এই উচ্ছেদ অভিযানে তার ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২০/২৫ হাজার টাকা বলে মনে করেন।

আবুল কাশেম এ বিষয়ে টিএনও অফিসে দেখা করলে টিএনও তাকে বলেছে– এটা বাগানের জায়গা, তোমরা দখল করে আছ। তিনি আরও বলেন– তার বাবা ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানায় মাষ্টার টেকনিশিয়ান ছিলেন। তাদের অরজিনাল বাড়ি নোয়াখালীতে।

কথা হয় নুরুল ইসলামের সাথে। তিনি জানান– ভাইবোন এবং পরিবার পরিজনসহ সদস্য সংখ্যা ১০ জন। ৯ একর জমি তিনি ভোগ দখল করে আছেন। কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। সরকারী প্রশাসনকে বসতবাড়ি বাবদ তিনি প্রতি বছর চারশত টাকা খাজনা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন– স্থানীয় প্রশাসন তাদেরকে কোন নোটিশ না দিয়ে অমানবিকভাবে উচ্ছেদ শুরু করেছে। তিনি বলেন– আমরা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার। বাগান মালিকের ম্যানেজার মাহতাব, রানা ও তাদের লেবার সহ মোট পাঁচশত লোক ঘরবাড়ি ভাঙা ও এলোপাথাড়ি গাছ কাটায় অংশ নেয়। তারা হাজার খানেক ফলজ ও বনজ গাছ কেটে ফেলে। এ পর্যন্ত তার ক্ষতি পরিমান ঘরবাড়িসহ প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা বলে তিনি জানান।

নুরুল ইসলামের ভাতিজা আঃ কাদের শিমুল, পিতা মৃত তাহের আলী (মুক্তিযোদ্ধা), জাদুরগুল, রাজনগর, মৌলভীবাজার, আরো জানান– বাগান কর্তৃপক্ষের লেবাররা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পরিবারের নারীদের খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। বাগানের সার্ভেয়ারকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বললে– সে বলে কতরকম মুক্তিযোদ্ধা দেখলাম। উল্লেখ্য সে দাবী করে যে, যদি আমাদের দলিলপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঠিক মনে হয় তাহলে অতিদ্রুত যেন আমাদের পূর্ণবাসন করা হয়। কারণ এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমরা নিতান্ত কষ্টের মধ্যে আছি।

কথা হয় মকবুল আলী মাষ্টারের সাথে। তিনি জানান– বাগান কর্তৃপক্ষের লেবাররা বিভিন্নভাগে ভাগ হয়ে আমাদের বাড়ি এবং অন্যান্য ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও এলোপাথাড়ি গাছপালা কাটতে থাকে। এ সমস্ত ঘটনার পুরোটাই মেজর জামিল ও কর্ণেল হুদার লিডে হয়েছে বলে তিনি তথ্যানুসন্ধান প্রতিনিধিদ্বয়কে জানান। তিনি আরো বলেন– বাগান মালিকের লেবাররা পঁচিশ শত ফলজ ও বনজ গাছ কেটেছে। একটি মাটির ঘর ভেঙে দিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন– উপজেলা সার্ভেয়ার শ্রীপদ সার্ভে করার সময় বাগান কর্তৃপক্ষের আমিন শহিদুল ইসলামের যোগসাজশে আমাদের ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ পরিবারের ২৩৯ দাগের জায়গা ৬০২ দাগে রেকর্ডভুক্ত করে নেয়। বর্তমানে তারা সুষ্ঠু একটা তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি বিবেচনা ও তাদের পূর্ণবাসনের দাবি জানান।

কথা হয় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হেলাল মিয়ার সাথে। পেশায় তিনি একজন দিনমজুর। ঘটনা সম্পর্কে তিনি জানান– গত ২৫ মে ২০০৭, বিকাল আনুমানিক ৪ টায় বাগান কর্তৃপক্ষের ম্যানেজারদ্বয়, টিএনও, সেনাবাহিনীর লোকজন, থানা পুলিশের উপস্থিতিতে বাগান কর্তৃপক্ষের চার/পাঁচশত লেবার আমাদের ঘরবাড়ি ভাংচুর ও গাছপালা কাটতে থাকে। ৬০ শতক জায়গা তিনি ভোগ দখলে আছেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন। তিনি আর্থিক সহযোগিতা সহ পুর্ণবাসনের দাবি জানান।

কথা হয় ফকরুদ্দীনের সাথে। তিনি জানান– আমি আনুমানিক ৪ একর জায়গা ভোগ দখলে আছি। ঘটনার দিন আমার টিনের চাল ও ইটের দেয়াল ওরা ভেঙ্গে দিয়েছে। এছাড়া পাঁচশত ফলজ ও বনজ গাছ কেটে দিয়েছে। আমরা এখানে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বসবাস করছি এবং সরকারী খাজনা-ট্যাক্স প্রদান করছি অথচ আমাদের উপর এরকম নির্যাতন নেমে এল।

কথা হয় ছায়েদ আলীর সাথে। তিনি জানান– আমি আনুমানিক ২/৩ একর জমি ভোগ দখলে আছি। ঘটনার দিন বাগানের বাবু, ম্যানেজার, লোকজন নিয়ে এসে টিনের ঘর ভাংচুর ও গাছপালা কেটে দেয়। বর্তমানে বৃষ্টি বাদলের দিনে খুব অসহায় হয়ে পড়েছি। তিনি আরো জানান– আমরা বৈধভাবে বসবাস করছি। প্রশাসন ও বাগান মালিকের যোগসাজশে আমাদের উপর এ ধরনের নির্যাতন নেমে এসেছে।

কথা হয় নেহারের সাথে। তিনি জানান– ঘটনার দিন বাগানের লোকরা বাড়িঘর ভাঙচুর করে, গাছপালা কেটে ফেলে। ঐ সময় তারা ঘরের ভেতর একটা ছোট টিভি ভাংচুর করে। এছাড়া ঘরে রক্ষিত একটা কৌটার ভেতর তার জমানো আট হাজার টাকা লুটপাট হয়ে যায়। (টাকাটা বাছুর ও কাঁঠাল বিক্রির মাধ্যমে জমিয়েছেন)।

কথা হয় মাখন মিয়ার সাথে। তিনি জানান– উচ্ছেদ অভিযানে বাগান কর্তৃপক্ষের ভাড়া করা লেবাররা তার টিনশেড ঘরের ইটের দেয়াল কয়েক জায়গায় ভেঙে ফেলে। বর্তমানে ঝড় বাদলের দিনে পরিবার নিয়ে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন– প্রশাসন ও বাগান কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে সার্ভেয়াররা আমাদের দাগের জায়গা বাগানের দাগে রেকর্ড করে। যার জন্য বর্তমানে আমরা দুর্ভোগের শিকার। এখন আমরা কোথায় যাব?

ঘটনা সম্পর্কে বাগানের ম্যানেজার মাহতাব উদ্দীন বলেন– উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নিয়েছে আমাদের দুইশত লোক ২৫মে ২০০৭, দুপুর ১২ টার দিকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। উচ্ছেদ অভিযানের মূল সিদ্ধান্ত ছিল ঘরভাঙা এছাড়া গাছ কাটার বিয়ষটি ও পরিকল্পনাতে ছিল। মালিকপক্ষের জিএম আফজাল হোসেনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাদেরকে উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। ১৩০ একর জায়গা গত আগষ্ট ২০০৬-এ ৩০ বছরের জন্য উত্তরবাগ ও ইন্দানগর চা বাগানের মালিক সরকারের কাছ থেকে লিজ নেয়। আমাদের মালিকের আগে আগের মালিক এক দু'বার উচ্ছেদ অভিযানের চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তা পারেনি।

কথা হয় ম্যানেজার ইকবাল হোসেন রানার সাথে। তিনি জানান– বর্তমান উত্তরবাগ ও ইন্দানগর টি স্টেটের মালিক হচ্ছেন মি. সারোয়ার কামাল। তার একটা পরিচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পলিমার এগ্রো ইন্ডাষ্টিজ লিঃ। ঘটনা সম্পর্কে রানা বলেন- গত অক্টোবর ২০০৬ তারিখে আমাদের কোম্পানীর চেয়ারম্যান ৩০ বছরের জন্য ৩৪২৬ একর জমি লিজ নেয়। এর মধ্যে ১৩০ একর জমি গত কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বিভিন্ন লোক দখল করে নেয়। অথচ মালিকপক্ষ এ জায়গার জন্য সরকারকে যথারীতি ট্যাক্স দিয়ে আসছে। বর্তমান এ জরুরী অবস্থার মধ্যে আমরা ডিসি অফিসে উকিল দিয়ে কেস রজু করলাম, এর প্রেক্ষিতে গত ২১/০৫/০৭ ডিসি অফিসে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় উক্ত ১৩০ একর ভূমি উদ্ধারের। কবে অভিযান শুরু হবে এ বিষয়ে আমাদের পরে জানানো হবে বলে ডিসি অফিস থেকে জানানো হয়। উচ্ছেদ অভিযানে যাবে যৌথবাহিনী, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, টিএনও। উক্ত মিটিং-এ এডিসি রেভিনিউ বলেন লজিষ্টিক সাপোর্ট মালিক পক্ষ দিবে।

২৪/৫/০৭ বিকালে ডিসি মৌলভীবাজার, মেজর জামিল, ক্যাপ্টেন ফজলুল, জিএম আফজাল হোসেনকে জানায় ২৫/৭/০৭ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে। একই তারিখে থানা ও টিএনওকে এ বিষয়ে অবগত করা হয়।

২৪/৫/০৭ উত্তরবাগ ও ইন্দানগর টি ষ্টেটের জিএম আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠানে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয় –

(১) বাড়িঘর ভেঙে ফেলা

(২) ছোট ছোট গাছ কেটে ফেলা

(৩) উচ্ছেদ অভিযানকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা

এমতাবস্থায় বাগানের ৪টি ডিভিশন থেকে ১০০ করে মোট ৪০০ লেবার সংগ্রহ করার কথা বলা হয়। উক্ত মিটিং-এ ৫ জন এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার উপস্থিত ছিল (১) মি. আবুল কালাম আজাদ, ডেপুটি ম্যানেজার, (২) মি. শহিদুল ইসলাম এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (৩) মি. রুহুল আমিন, (৪) মাহতাব উদ্দিন, (৫) ভিকরম জিৎ মহারত্ন- এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার রাবার। ২৫/০৭/০৭ তারিখ সকাল ৯ টায় ইন্দানগর অফিসের সামনে আমরা উপস্থিত হয়ে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করি। যৌথ বাহিনী আসে সকাল ১১ টায়। অভিযান শুরু হয় দুপুর নাগাদ এবং সেদিন ৫০% ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। এছাড়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিছু গাছ কেটে ফেলা গাছ কাটার বিষয়ে গাছ কাটার এক পর্যায়ে টিএনও জানান– গাছ কাটার দরকার নাই। গাছত আপনাদের সম্পদ হবে।

উল্লেখ গত ২২/০৫/০৭ জাদুরগুল প্রাইমারী স্কুলের সামনে এলাকার বর্তমান চেয়ারম্যান কবির মিয়া এলাকার লোকজনকে জড়ো করে উচ্ছেদ হবে এমন বাড়িঘরের লোকজনের নামের লিস্ট পড়ে শোনান এবং ২৪/০৭/০৭ তারিখের মধ্যে এলাকা ছেড়ে দেবার অনুরোধ করেন।

রানা আরো জানান– ২৫/৭/০৭ সন্ধ্যার পর টিএনও জিএম আফজাল হোসেনকে ফোনে জানায় ২৬/৭/০৭ তারিখের অভিযানে আমিত যেতে পারবনা কারন আপনারা গাছ কেটেছেন। এ বিষয়ে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো ফোন করেছে এছাড়া ডিসি আমাকে ফোন করে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছে।

তৎক্ষনাৎ জিএম আফজাল হোসেন কোম্পানীর এমডি'র সাথে কথা বলেন। রানা বলেন পরবর্তীতে জানলাম গাছ কাটার বিষয়টি আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ২৬/৬/০৭ তারিখ ১১ টায় বিষয়টি আমাকে জানানো হয়।

২৬/৭/০৭ সকাল বেলা জি এম আমাকে ডেকে বললেন- রানা আজকে তোমাকে ইভিকশন স্পটে যেতে হবে না। তুমি অন্যান্য কাজ কর। আমি টিএনও'র সাথে দেখা করে আসি।

এছাড়া জিএম আফজাল হোসেন কৌশলে ২৬/৭/০৭ সকাল ৭ টায় ২৪/০৭/০৭ তারিখে নেওয়া সিদ্ধান্তের কপি আমার কাছ থেকে নিয়ে নেন। ২৬/৭/০৭ তারিখ সকাল ১১ টায় অফিস একাউন্টে ফোন করে বলল- রানা আপনার নামে একটা চিঠি আছে– কি চিঠি প্রশ্ন করলে তিনি জানান– সাসপেনশান লেটার। ঐ দিনই দুপুর ১২ টায় জিএম আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন সরি রানা, আমি তোমাকে সেভ করতে পারলাম না। এটা এমডির নির্দেশ। এছাড়া তিনি আমাকে ২৭/৫/০৭ তারিখে ঢাকায় হেড অফিসে দেখা করতে বললেন।

রানা আরো জানান– যাদুরগুলের এই জায়গাটি ছিল স্বাধীনতার আগে প্রমোদ চন্দ্র শ্যাম কোং এর নামে। স্বাধীনতার পর এটি শত্রু সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে এই জায়গাটি অক্সশনে শাকেরা বানু নামীয় একজন কিনে নেন। এরপর শাকেরা বানু ১৯৮১ সালে পাওয়ার অব এটর্নি মনোনীত করেন ছাজাদ চৌধুরীকে (তাকে ডাকে মুক্তার চৌধুরী)। ছাজাদ চৌধুরীর ডিড অব ট্রান্সফার করেন পলিমার এগ্রো এ্যান্ড কোংকে। ১৯৯২ ডিড এ সাইন করেন– শাকেরা বানু এবং তার ছেলেরা। এবং গত বছর নতুন করে অক্সশনে উত্তরবাগ ও ইন্দানগর টি স্টেটের মালিক বাগানটি ৩০ বছরের জন্য লিজ নেন বলে তিনি তদন্ত প্রতিনিধিদ্বয়কে জানান।

ফোনে কথা হয় ২ নং উত্তরবাগ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান কবির মিয়ার সাথে। তিনি জানান– ২২/০৭/০৭ তারিখে জাদুরগুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে উচ্ছেদ নোটিশ এবং ব্যক্তিদের লিস্ট এলাকাবাসীদের উপস্থিতিতে পাঠ করে শোনানো হয়। কিন্তু তারা উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এলাকা ছেড়ে না যাওয়ায় গত ২৫/৭/০৭ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর বাইরে আমার আর কিছু করার উপায় নেই। তিনি আরো জানান– এলাকার অধিবাসীরা দীর্ঘ ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে জাদুরগুলে বসবাস করে আসছেন বলে তিনি জানেন।

কথা হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফয়সল ইমামের সাথে। তিনি জানান– বাগান কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ডিসি অফিসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাদুরগুলে এই উচ্ছেদ অভিযান। ঘরবাড়ি ভাঙা সম্পর্কে আরো বলেন– এরা অবৈধভাবে জায়গা দখল করে আছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থানুযায়ী তাদের চলে যেতে হবে। গাছ কাটার বিষয়ে তিনি মনে করেন– গাছ কাটা ঠিক হয়নি। এ ব্যাপারে বাগান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে জানতে চাওয়া হয়েছে কেন গাছ কাটা হল? শিঘ্রই এর জবাব পাবেন বলে তিনি আশা করেন। লিস্টের বাইরে কিছু বাড়ি ভাঙা হয়েছে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– এগুলো বানোয়াট ও অসত্য। জাদুরগুলের যে আদিবাসী খাসিয়া পরিবারটির ঘর ভাঙা হয়েছে এ ব্যাপারে তিনি জানান– বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় থাকায় তাদেরকে উচ্ছেদের বিষয়টি স্থগিত রাখার জন্য বাগান কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে পুর্নবাসন কিংবা সহযোগিতার বিষয়ে সরকারী তরফ থেকে সাহায্যের কথা ভাবছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন– এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।

জমির মালিকানার বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও ভূমি অফিসের পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধানকারীদের জানানো হয় গত ১১/৯/২০০৬ তারিখে পলিমার এগ্রো ইন্ডাষ্টিজ লিঃ এর কাছে সরকার লিজ প্রদান করে। এই লিজকৃত জমির পরিমাণ ৩৪২৬.০১ একর। লিজ প্রদানের পর থেকেই চা বাগান কর্তৃপক্ষ ট্যাক্স দিয়ে আসছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। অপরদিকে বসবাসকারীরাও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে ট্যাক্স দিয়ে আসছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে বসবাসকারীদের কাগজপত্র প্রাথমিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিভিন্ন সময় তারা সরকারের কাছে ভূমি বন্দোবস্তের আবেদন করেছেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্দোবস্ত দেয়ার সুপারিশও করা হয়েছে। কিন্তু নানা কারনে তারা জমির বন্দোবস্ত পাননি।

ঘটনাস্থলে কিছু সাঁওতাল পরিবার ও খাসিয়া জনগোষ্ঠী বসবাস করছেন। তাদের ঘরবাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে। টিএনও এই ঘটনার পরপরই মানবিক কারণে আদিবাসীদের যাতে উচ্ছেদ না করা হয় তার জন্য তিনি চা বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে দেখা যায়, উচ্ছেদকৃত জমিতে বসবাসকারীদের ঘরগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বসবাসকারীদের বসতবাড়ি ও আশপাশের অসংখ্য দূর্লভ বনজ, ফলজ ও ওষধী গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হলেও সেখানেই এখনো বসবাস করছে তারা। এদিকে উত্তরবাগ এন্ড ইন্দানগর টি স্টেট কোম্পানি কর্তৃপক্ষ টিলাবেষ্টিত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমানা নির্ধারন করেছে। এছাড়া উচ্ছেদকৃত জমির কিছু এলাকায় তারা রাবার প্লান্টেশন শুরু করেছে।

পর্যবেক্ষণ ঃ
সার্বিকভাবে বসবাসকারীরা ২৫-৩০ বছর ধরে এই জমিতে বসবাস করে আসছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা, প্রতারণাসহ নানা কারণে তারা এই জমির বন্দোবস্ত নিতে পারেননি। তবে এই জমির মালিকানা নিয়ে কয়েকটি মামলা চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় বসবাসকারীদের কাগজপত্র আরো বিস্তারিতভাবে সংশ্লিস্ট ভূমি বিষয়ক আইনজীবীদের দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার অবকাশ রয়েছে। এছাড়া ভূমি আইন ও উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় আইনগত দিকগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তাও যাচাই করা যেতে পারে। বসবাসকারীদের বেশিরভাগই দরিদ্র। পান ও ফল চাষ এবং কৃষি কাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে

থাকেন। এমতাবস্থায় এতগুলো পরিবারকে পূর্ণবাসন ছাড়া এভাবে হঠাৎ করে উচ্ছেদ করলে তাদের জীবন জীবিকা হুমকীর মুখে পড়বে। নির্যাতিতরা প্রতিনিধিদ্বয়ের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করেছেন।